Semester II UG (H)
Paper – Core-4
Political History of Early Medieval India, 600 AD - 1200 AD

৫। ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সংক্রান্ত বিতর্কটি আলোচনা কর।

ভারতের আদি-মধ্যযুগে (গুপ্ত যুগের পরবর্তী সময়ে) আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের লক্ষণ ছিল কি না, এই নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সামন্ত ব্যবস্থার উত্থান, প্রসার ও পতন নিয়ে ঐতিহাসিকরা বিস্তর আলোচনা করেছেন। বিশেষকরে ড.ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঝা বা রামশরণ শর্মা ও ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব কতখানি ছিল তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হল।

প্রথমেই দেখা যাক সামন্তব্যবস্থার উৎপত্তির কথা – ঐতিহাসিকদের মতে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব দেখা যায় মূলত ইউরোপে। সেটাও সময়ের নিরিখে মধ্যযুগে। ইউরোপের মধ্যযুগ শুরু হয় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে। বিশেষভাবে সমৃদ্ধশালী রোমান সাম্রাজ্যের পতনের মধ্যদিয়ে ইউরোপে মধ্যযুগের সূত্রপাত। দীর্ঘ সময়ে (প্রায় হাজার বছর) পরে ইউরোপে কেন্দ্রীয় শক্তি দূর্বল হয়ে পড়ে। নগরের অবক্ষয় ঘটে। ব্যবসা বাণিজ্যের আবণতি হয়। আর্থ-সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে গ্রামব্যবস্থা। ভূমি ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে ওঠে। এখানে রাজা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। সামন্তরা হয়ে ওঠে ক্ষমতাশালী। গ্রামীন অর্থনীতি আবর্তিত হয় ভূমি ও ভূ-স্বামীকে (সামন্ত) কেন্দ্র করে। উৎপাদন ব্যবস্থা সামন্তদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সামন্ত হয়ে ওঠে রাজার সৈন্যবলের নিয়ন্ত্রক। রাজাকে নিয়ন্ত্রণ করে সামন্তরা। ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থায় এইভাবে সামন্ততন্ত্র গড়ে ওঠে।

এটা গেল ইউরোপের সমাজে সামন্তব্যবস্থার গড়ে ওঠা কথা। এই সামন্তব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতেও বিশেষ করে গুপ্তযুগের শেষ পর্যায় থেকে (৬৫০ খ্রি-১২০০খ্রি:) সামন্তব্যবস্থার লক্ষণগুলি স্পষ্ট হতে থাকে বলে অনেকে মনে করেন। যদিও মার্কসীয় ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় এদেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্রের কথা । 'এশিয়ার উৎপাদন ব্যবস্থা' নামক প্রবন্ধে, বলা হয় – 'প্রাচীন ভারতে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল, সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় শক্তির অস্তিত্ব ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল এবং নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের পরিপন্থী বলে চিহ্নিত করা হয়'। তবে ইউরোপে সামন্তব্যবস্থার আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য ছিল দাস প্রথা। তবে ভারতে বেদ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বা জাতকের কাহিনিতে দাস ব্যবস্থার উল্লেখ থাকলেও তা ইউরোপীয় ঢাঁচে নয় অনেকে বলে অনেকে মনে করেন। এখানেই, ভারতে সমাজব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের লক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

ঐতিহাসিক ড.ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এর হাত ধরে ভারতে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব ও বিকাশের তত্ত্বের উত্থাপন হয়। এই মতকে আরো জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করেন অধ্যাপক রামশরণ শর্মা। এই চিন্তাকে সমর্থন করে মার্কসবাদী ঐতিহাসিক এম.এ.ডাঙ্গে মনে করিয়ে দেন বৈদিক যুগের 'দাস ব্যবস্থার' কথা। অন্যদিকে ভারতের সামন্ততন্ত্রের উপস্থিতির বিপক্ষে জোরালো মত দিয়েছেন বি.এন.যাদব, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঝা ও এস. গোপাল প্রমুখ ঐতিহাসিকরা।

প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থায় সামন্তন্ত্রের উপস্থিতি নিয়ে বিশদভাবে গবেষণা করেন ডি.ডি.কোশাম্বি। তিনি তাঁর 'An Introduction to the Study of Indian History' গ্রন্থে বলেন – গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ পর্যায়ে আনুমানিক ষষ্ঠ শতকের

প্রথমার্ধে পুরাতন সামাজিক কাঠামো ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রাজতন্ত্রে রাজার ক্ষমতা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে পড়ে। বৃহৎ সাম্রাজ্য ভেঙে গিয়ে সামন্তদের অধীনে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের আবির্ভাব হয়। উত্তর ভারতে ছোট ছোট রাজ্যের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আবার দক্ষিণ ভারতেও সামন্ত ব্যবস্থার লক্ষণ দেখা দেয় বলে স্বীকার করেন ঐতিহাসিক কেশবন ভালুটাট ও আর.এন.নন্দী মত ব্যক্তিরা। রাজাদের দূর্বলতার সুযোগে সামন্তদের ক্রমশ ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটে। সামন্তদের নিয়ন্ত্রিত সমাজই পরিচিত হয় 'সামন্ততন্ত্র' বলে। ঐতিহাসিক কোশাম্বী, ভারতে দুই প্রকার সামন্তব্যবস্থা উদ্ভবের কথা বলেন – প্রথমত: ওপট থেকে সামন্ততন্ত্র ও দ্বিতীয়ত : নীচুতলা থেকে সামন্ততন্ত্র।

ভারতে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেন ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা। তিনি তাঁর 'Indian Feudalism' গ্রন্থে বিশদে ব্যাখ্যা করেন। এই গ্রন্থে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের উত্থান ও বিকাশ কালকে তিনটি স্তরে ভাগ করেন –

প্রথমস্তরটি হল : ৩০০-৬০০ খ্রী: সময়কাল - উন্মেষকাল , দ্বিতীয় স্তর : ৬০০-৯০০খ্রী:- বিকাশ কাল ও তৃতীয় স্তরটির সময়কাল হল – ৯০০ – ১২০০ খ্রী:, এই পর্বকে চূড়ান্তপর্ব বলা হয়।

সামন্ততন্ত্রের লক্ষণ স্পষ্ট করতে গিয়ে জোর দেন গুপ্তযুগে লিখিত পুরাণ সাহিত্যের ওপর। আবার তিনি রাজশক্তির আধিপত্য হ্রাস পাওয়ার সময়কালকে কলিযুগ বলে চিহ্নিত করেন। এই সময়ে সামাজিক অবক্ষয় – বর্ণাশ্রম প্রথায় বিপর্যয়-বহিরাক্রমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজস্ব সংগ্রহের ব্যর্থতা বা রাষ্ট্রের অবক্ষয়ের ছবি ফুটে ওঠে। রাজ শক্তির দূর্বলতার সুযোগে ভূমিকেন্দ্রিক সামন্তব্যবস্থা সক্রীয় হয়ে ওঠে। এই সময়ে ভূমি ব্যবস্থা যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা জানান দেয় 'অগ্রহার' এর মত ভূমিদান ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় রাজার দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে নিষ্কর ভূমিদান করার কথা বলা হয়। পরবর্তীকালে যোদ্ধাদেরও ভূমিদান করার কথা উল্লেখ করা হয়। এই তিনটি স্তর হল – মহীপতি (স্বয়ং রাজা), স্বামী (জমির প্রাপক) ও কর্ষক (কৃষককুল)। ভূমিদান ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে এইভাবে ভূস্বামী ও শোষিত কৃষক শ্রেণীর উৎপত্তি হয় – যা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর এই কৃষি অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে সামন্তব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক শর্মা মনে করিয়ে দেন যে – মুদ্রার স্বল্পতা ও নগরের অবক্ষয়ের কথা। যার ফলে রাষ্ট্র অর্থনীতিতে ভূমির নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।

প্রাচীন ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ঐতিহাসিক রণবীর চক্রবর্তী, দীনেশচন্দ্র সরকার, হরবনস্ মুখিয়া ও ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা।

অগ্রহার বা ভূমিদান ব্যবস্থার ফলে রাজার ক্ষমতা হ্রাস বা মুদ্রা নির্ভর অর্থনীতি ব্যবস্থার মন্দা দেখে দিয়েছিলো তেমনটা নয়, বলে মনে করিয়ে দেন ড.রণবীর চক্রবর্তী। তিনি বলেন – " অগ্রহার নীতিতে অন্তবর্তী ভূম্যাধিকারীর উত্থান মেনে নিলেও তার দ্বারা রাষ্ট্রের আর্থিক ও সার্বভৌম অধিকার সঙ্কুচিত বা বিপন্ন হত কিনা বলা কঠিন"।

আবার দীনেশচন্দ্র সরকার, তৎকালীন সময়ের তাম্রশাসন পাঠ করে দেখান – অগ্রহার ব্যবস্থা ফলে উদ্ভুত নতুন শ্রেণী কখনওই কেন্দ্রীয় শক্তির বিকল্প শক্তি হয়ে উঠতে পারেনি। আবার ভূমিদান ব্যবস্থা রাজস্ব ব্যবস্থাকে দূর্বল করেছিল তেমন প্রমান পাওয়া যায় না, বলে উল্লেখ করেন দীনেশচন্দ্র সরকার।

এই মতের অনুসারী ছিলেন হরবনস্ মুখিয়া। তিনি তাঁর Was There Feudalism in Indian History নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন – উৎপাদনের উপকরণের ওপর ভূ-স্বামীর অধিকার বা মালিকানার প্রমান না থাকার দরুন এখানে সামন্ততন্ত্র

ছিল বলা যাবে না। ইউরোপীয় ঢাঁচে ভারতে আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্ক তেমন পাওয়া যায় না। আবার স্পষ্ট করে বলেন, - এখানে ভূমিদাস শ্রেণীর অনুপস্থিত। তাই ভারতে সামন্তব্যবস্থা ছিল তা স্পষ্টভাবে বলা যাবে না বলে উল্লেখ করেন।

আভন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সচলতা ছিল বলে গবেষণা করে দেখান ঐতিহাসিক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই মত সমর্থন করেন কীর্তিনারায়ন চৌধুরি। তিনি বলেন – ইসলামের অভিযানের ফলে ভারতে বাণিজ্যের ধারাটাও পাল্টে যায়। বৈদিশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ছোট-বড় নগরের যে অভ্যুদয় ঘটেছিল তার প্রমান দেন ঐতিহাসিক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়। হরিয়ানার-পেহোয়া, গোয়লিয়রের-গোপাদ্রি, বুলন্দসরের-তত্তানন্দপুর ও দক্ষিণ ভারতের কাবেরীপত্তনম। তিনি এই সময়ের নগরের উত্থানকে ভারতের 'তৃতীয় নগরায়ন' বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি ভারতে সজীব নগরের অস্তিত্বের প্রমান দিয়ে সামন্ত ব্যবস্থার অস্তিত্বের মত কে খন্ডন করেন ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়।

ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের আদলে ভারতের সামন্তব্যবস্থার চরিত্র কখনওই গড়ে ওঠেনি। ভারতের আদি-মধ্যযুগের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না। তাই বলা যায়, ভারতের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় কিছু কিছু সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, তবে সম্পূর্ণরুপে নয়, তাই ভারতের সামন্তব্যবস্থাকে অনেকেই 'আধা সামন্ততন্ত্র' ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেন।